দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 24 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

অবহেলিত শিক্ষার স্তর—ডিগ্রী, এক যুগের মধ্যে পরীক্ষার্থী ৫ লাখ থেকে কমে ৫৫ হাজার

সবার ঝোঁক অনার্সের দিকে

শরিফুজ্জামান পিন্টু : ডিগ্রী এখন দেশের অবহেলিত শিক্ষার স্তর। গত এক যুগে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ লাখ থেকে পঞ্চান্ন হাজারে নেমে এসেছে। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ কলেজে ডিগ্রী স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা চল্লিশ জনেরও কম। ডিগ্রী কোর্স মেধাবী বা মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদেরও আকৃষ্ট করতে

(৬ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

অবহেলিত শিক্ষার (প্রথম পাতার পর)

পারছে না। বিএ, বিএসসি বা বিকম পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস পাবার চেয়ে অনার্সে অধিকাংশ বিষয়ে সেকেন্ড ক্লাস পাওয়া এখন সহজ। তা ছাড়া ডিগ্রী পাস করতে যত বেশি পড়াশোনা করতে হয় অনার্স পাস করতে তার চেয়ে কম পড়লেই চলে। আবার চাকরির বাজারে ডিগ্রীকে গুরুত্বহীনভাবে দেখা হচ্ছে।

একদিকে ডিগ্রী পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমছে, অন্যদিকে চাকরির বাজারে গ্র্যাজুয়েটরা উপেক্ষিত হওয়ায় এই কোর্সের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডিগ্রী স্তরে ভাল পড়াশোনার জন্য সুনাম ছিল এমন অনেক কলেজ এখন অনার্স ও মাস্টার্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খোদ রাজধানীতে কয়েকটি কলেজ ডিগ্রী কোর্স গুটিয়ে ফেলেছে। আরও কিছু কলেজ ডিগ্রী গুটিয়ে ফেলার চিন্তাভাবনা করছে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে—এখন ডিগ্রীতে কেউ ভর্তি হতে চায় না, সবার ঝোঁক অনার্সের দিকে। শিক্ষার এই স্তরে মেধাবী এমনকি মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় কোর্সটি অতি নিম্নমানের বা অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের শেষ ভরসাস্থল হয়ে পড়েছে।

দেশে সাধারণ গ্র্যাজুয়েট বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। চাকরির সীমিত সুযোগ থাকলেও অনার্সধারীদের যে কোন উপায়ে যেনতেন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। কিন্তু সাধারণ গ্র্যাজুয়েটধারীদের কেবল বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এর আগে ডিগ্রী পাসের পর ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার যে সুযোগ ছিল তাতে সাধারণ ডিগ্রীধারীদের নিয়ে অবজ্ঞা কিছুটা হলেও ঘুচত। কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করে দু'বছর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী চাকরির বাজারে নিজেকে উপযুক্ত করার কিছুটা হলেও সুযোগ পেত।

গত চার বছর ডিগ্রী পরীক্ষায় ইংরেজীতে কমন প্রেস দিয়েও ফল বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না। অনার্স পড়ার দিকেই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ঝোঁক তৈরি হয়েছে। একদিকে অনার্স পাস তুলনামূলক সহজ, অন্যদিকে অনার্স পাস করলে আর কিছু না হোক কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া যায়।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার বহির্প্রকাশ এটি। কোন পূর্বপরিকল্পনা এবং ভবিষ্যত চিন্তা না করে দেদার ডিগ্রী খোলা, ডিগ্রীর কোর্স দু'বছর থেকে তিন বছর করাসহ বিভিন্ন কারণে ডিগ্রী অবহেলিত শিক্ষার স্তরে গিয়ে ঠেকেছে।

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, ডিগ্রী লেভেলের ক্ষয়িষ্ণু যে ধারা চলছে তা থেকে বেরিয়ে আসার রাতারাতি কোন সমাধান নেই। অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া; যোগ্যতা না থাকলেও ডিগ্রী পড়ার অনুমতি প্রদানসহ বিভিন্ন কারণে এখন এই স্তরে ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বালুগ্রাম আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নেতা সাইদুর রহমান বলেন, ডিগ্রীর কদর যে কমেছে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এর পাশাপাশি এখন পর্যন্ত ডিগ্রী পড়ানোর অনুমতি দেয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ডিগ্রী লেভেলের এই দৈন্যদশা শিক্ষকদের মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, যে শিক্ষার সমাজে গ্রহণযোগ্যতা নেই, চাকরি মেলে না সেই শিক্ষাকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং এর পেছনে গাদা গাদা টাকা খরচের যৌক্তিকতা কোথায়? বরং এসব ছেলেমেয়েকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করা গেলে একদিকে সরকার ও পরিবারের আর্থিক অপচয় রোধ হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে।